জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

UN Year of Microcredit 2005

ডিসেম্বর ২০০৫ | December 2005

১৭শ বর্ষ ১২তম সংখ্যা | Volume-XVII, No. XII

এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোকের সংখ্যা বিশ্বে বেড়েই চলেছে

এইডস মহামারীর বিস্তার হ্রাস ও বিপরীতমুখী করার জন্য এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসার প্রচেষ্টা জোরদার করা প্রয়োজন : ইউএনএইডস/ডব্লু-এইচও'র নতুন রিপোর্ট

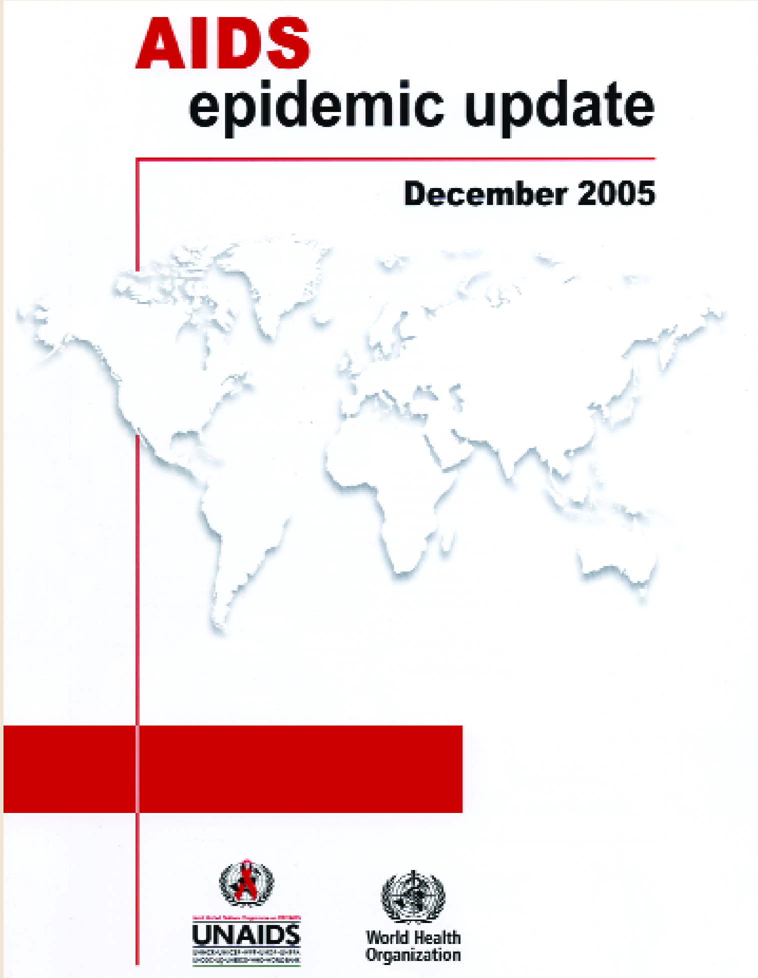

নতুন করে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, কয়েকটি দেশে বয়স্কদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ হার হ্রাস পেয়েছে এবং এইডস প্রতিরোধে কনডমের বর্ধিত ব্যবহার, প্রথম যৌন অভিজ্ঞতায় বিলম্ব ও কম যৌন সঙ্গীর মতো আচরণ এ হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে, জাতিসংঘের নতুন রিপোর্টে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এইচআইভি সংক্রমণের সামগ্রিক প্রবণতা এখনো বেড়ে চলেছে এবং এই মহামারীর ব্যাপকতা কমিয়ে আনার জন্য এইচআইভি প্রতিরোধে আরো জোরালো প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

গত কয়েক বছরে কেনিয়া ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের আরো কয়েকটি দেশের সবগুলোতেই এইচআইভি সংক্রমণের হার হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে কেনিয়ায় বয়স্কদের মধ্যে সংক্রমণ হার ১৯৯০ সালের শেষ দিকের সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ থেকে ২০০০ সালে শতকরা ৭ ভাগে নেমে এসেছে এবং জিম্বাবুয়ের গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে সংক্রমণ হার ২০০৩ সালের শতকরা ২৬ থেকে ২০০৪ সালে শতকরা ২১ ভাগে নেমে এসেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বুরকিনা ফাসোর গর্ভবতী তরুণীদের মধ্যে সংক্রমণ হার ২০০১ সালের শতকরা প্রায় ৪ ভাগ থেকে ২০০৩ সালে শতকরা ২ ভাগের নিচে নেমে গেছে। এসব সাম্প্রতিক তথ্য জাতিসংঘের এইচআইভি/এইডস বিষয়ক যৌথ কর্মসূচি

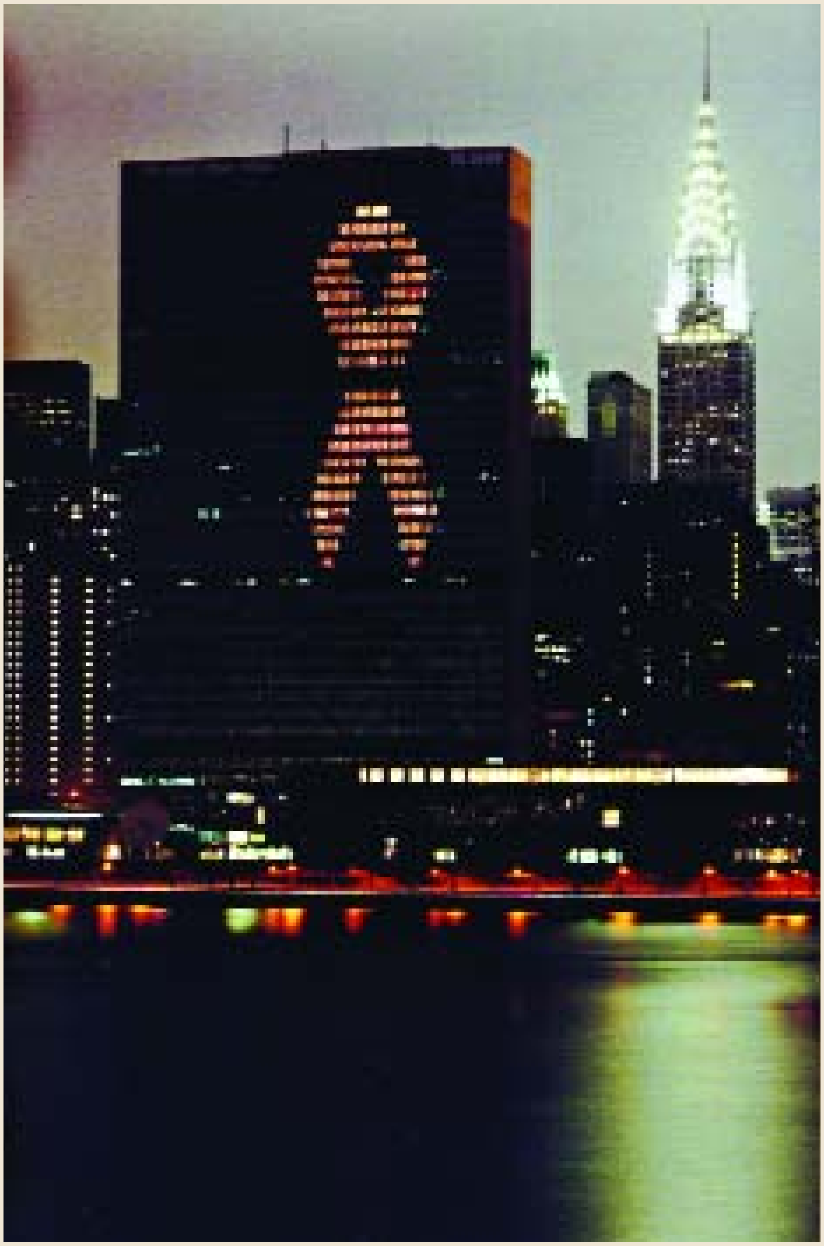

(ইউএনএইডস) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লুএইচও) বার্ষিক রিপোর্ট এইডস এপিডেমিক আপডেট–২০০৫–এ প্রকাশ করা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবসের আগে ২১ নভেম্বর জেনেভায় প্রকাশিত এ বছরের এই যৌথ রিপোর্টে এইচআইভি প্রতিরোধের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ক্যারিবীয় অঞ্চলের বাহামা, বারবাডোস, বারমুদা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র ও হাইতিতে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ হারে কিছুটা হ্রাস, যৌন কর্মীদের মধ্যে বর্ধিত কনডম ব্যবহারের লক্ষণ এবং স্বেচ্ছায় এইচআইভি পরীক্ষা করানো ও পরামর্শ গ্রহণের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা সতর্ক আশাবাদের কারণ সৃষ্টি করেছে। কোনো কোনো দেশে সংক্রমণ হার হ্রাস পেলেও ক্যারিবীয় ব্যতীত বিশ্বের সব অঞ্চলে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোকদের সামগ্রিক সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০০৫ সালে আরো ৫০ লাখ লোক সংক্রমিত হয়েছে। বিশ্বে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোকের সংখ্যা ২০০৩ সালের ৩ কোটি ৭৫ লাখ থেকে এখন প্রায় ৪ কোটি ৩ লাখ হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২০০৫ সালে এইডস-সংশ্লিষ্ট রোগে ৩০ লাখের বেশি লোক মারা গেছে, এদের মধ্যে ৫ লাখের বেশি শিশু।

রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া (শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে ১৬ লাখ সংক্রমিত) এবং পূর্ব এশিয়ায় সংক্রমণের হার বেড়েছে বেশি। তবে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বেড়ে চলেছে আফ্রিকার উপসাহারায়– নতুন সংক্রমিতদের মধ্যে শতকরা ৬৪ ভাগই (শতকরা ৩০ লাখের বেশি লোক সংক্রমিত হয়েছে) এখানে।

ইউএনএইডস নির্বাহী পরিচালক ড. পিটার পাইয়ট বলেছেন, 'কোনো কোনো দেশে প্রাপ্তি এবং এইচআইভি সংক্রমণ হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসুচির গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকায় আমরা উৎসাহিত। তবে বাস্তবতা হলো আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় এইডস মহামারী ঠেকানো যাচ্ছে না। এ থেকে স্পষ্ট যে, এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসুচির মাত্রা ও ব্যাপ্তি দ্রুত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের স্বল্পমেয়াদি ক্ষুদ্র প্রকল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যাপক কৌশলে যেতে হবে।'

এইচআইভি চিকিৎসার অভিঘাত

রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, গত দু'বছরে এইচআইভি চিকিৎসার সুযোগ লক্ষণীয়ভাবে উন্নত হয়েছে। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে এন্টিরিট্রোভাইরাল চিকিৎসা নিয়ে ১০ লাখের বেশি লোক এখন দীর্ঘ ও ভালো জীবনযাপন করছে এবং এইচআইভি চিকিৎসার সম্প্রসারিত সুযোগের ফলে এ বছর আড়াই লাখ থেকে সাড়ে ৩ লাখ মৃত্যু এড়ানো গেছে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সমন্বিতকরণের সম্ভাব্য বর্ধিত অভিঘাত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ২০০৫ সালের রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এইচআইভি ও এইডসের প্রতি একটা ব্যাপক সাড়ার জন্য প্রয়োজন হলো প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও সেবার সার্বজনীন সুযোগের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে চিকিৎসা ও প্রতিরোধ প্রচেষ্টা একযোগে ত্বরান্বিত করা।

ডব্লু-এইচও'র মহাপরিচালক ড. লি জঙ-উক বলেছেন, 'এইচআইভি চিকিৎসা ও প্রতিরোধ আলাদা নয় বরং একসঙ্গে চালানোর সুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। চিকিৎসার প্রাপ্যতা সরকারসমূহের জন্য সহায়তাদান এবং ব্যক্তিবর্গের জন্য এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য ও স্বেচ্ছায় পরামর্শ গ্রহণ এবং পরীক্ষা করাতে চাইবার ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী উৎসাহমূলক বিষয়। পরিশেষে যেসব লোকের সেবার প্রয়োজন হবে তাদের সংখ্যা হ্রাসেও কার্যকর প্রতিরোধ সহায়তা করতে পারে, যা চিকিৎসার ব্যাপক সুযোগ আরো নাগালে নিয়ে আসবে ও স্থিতিশীল করবে।'

এইচআইভি প্রতিরোধ জোরদার করার ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

নতুন উপাত্তে দেখা গেছে যে, ল্যাটিন আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপ ও বিশেষ করে এশিয়ায় ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক ব্যবহার ও যৌনকর্মের সংযুক্তি মহামারীতে ইন্ধন যোগাচ্ছে, প্রতিরোধ কর্মসূচি এই বিজড়ন সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হচ্ছে। স্থিতিশীল, নিবিড় প্রতিরোধ কর্মসূচি উগান্ডা ও তাঞ্জানিয়ার তরুণ-তরুণী, থাইল্যান্ড, ভারতে যৌনকর্মী ও তাদের খদ্দের এবং স্পেন ও ব্রাজিলে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ হার কমিয়ে আনতে কিভাবে সহায়তা করেছে তা রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া না হলে এইচআইভি ধনাত্মক নারীর গর্ভজাত শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ শিশু এই ভাইরাসে আক্রান্ত হবে। মা থেকে সন্তানের দেহে সংক্রমণ শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে বস্তুতপক্ষে নির্মূল হয়ে গেলেও এবং অন্য অনেক স্থানে সেবার আওতা বাড়তে থাকলেও আফ্রিকার উপসাহারায় তা অনেক পিছিয়ে আছে। এই অগ্রহণযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য সেবার মাত্রা ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন জরুরি।

নিরাপদ যৌন সম্পর্ক ও এইচআইভি বিষয়ক জ্ঞানের পর্যায় অনেক দেশেই নিম্ন- এমনকি উচ্চ ও ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ হারের দেশগুলোতেও। (ক্যামেরুন, কোটে ডি আইভরের, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল ও উগান্ডাসহ) উপসাহারার ২৪টি দেশে ১৫ থেকে ২৪ বছরের দুই-তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি তরুণ-তরুণীর এইচআইভি সংক্রমণ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান নেই। ২০০৩ সালে ফিলিপাইনে বড় ধরনের এক জরিপে শতকরা ৯০ ভাগের বেশি উত্তরদাতার তখনো বিশ্বাস ছিল যে, এইচআইভি-ধনাত্মক ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে খেলে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে।

পরিশেষে, ল্যাটিন আমেরিকা, কারিবীয় অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশ ও উত্তর আফ্রিকাসহ কয়েকটি অঞ্চলে এইচআইভি নজরদারিতে দুর্বলতা প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে যার অর্থ হলো উচ্চঝুঁকির লোকেরা- পুরুষে পুরুষে সমকামী, যৌনকর্মী ও ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীরা পর্যাপ্তভাবে এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কৌশলের আওতায় নেই বা তাদের কাছে তা পৌঁছাচ্ছে না।

বার্ষিক এইডস এপিডেমিক আপডেট বিশ্বে এইডস মহামারীর সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছে। মানচিত্র ও আঞ্চলিক হিসেব দিয়ে ২০০৫ সালের সংখ্যা এই মহামারীর ব্যাপ্তি ও মানুষের ক্ষয়ক্ষতির সবচেয়ে সাম্প্রতিক হিসেব তুলে ধরেছে, মহামারীর বিবর্তনে নতুন প্রবণতার সন্ধান করেছে এবং এইচআইভি প্রতিরোধের ওপর একটি বিশেষ অধ্যায় উপস্থাপন করেছে।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং নারীর মধ্যে এইচআইভি : প্রমাণ যাচাই

২০০৩ সালে বিশ্বে নারীর মধ্যে নতুন এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা পুরুষের সমান হয়ে যায়। কোনো কোনো স্থানে এবং কোনে কোনো বয়স শ্রেণীর মধ্যে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত নারীর সংখ্যা পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে, আফ্রিকার উপসাহারায় ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমিত নারীর হার শতকরা ৭৬ ভাগ।

কয়েকটি জৈব, আচরণগত ও সামাজিক কারণ নারী, বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে- এইচআইভি সংক্রমণের বর্ধিত ঝুঁকির ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। যে কারণটি ক্রমবর্ধমান হারে মনোযোগ আকর্ষণ করছে তা হলো লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি)।

উদাহরণ হিসেবে, এইডস ত্রাণে প্রেসিডেন্টের জরুরি পরিকল্পনার বিশ্বব্যাপী এইডস কৌশলের অংশ হিসেবে 'নারী ও শিশুর পতিতাবৃত্তি, যৌন কাজের উদ্দেশ্যে পাচার, ধর্ষণ, প্রহার ও যৌন শোষণের অবসানমুলক উদ্যোগে' সহায়তা দেয়া হচ্ছে, যদিও এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সাফল্য অর্জিত হয়নি। জিবিভি ও এইচআইভির মধ্যে সম্পর্ক বিশে-ষণ করে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত উদ্যোগে অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

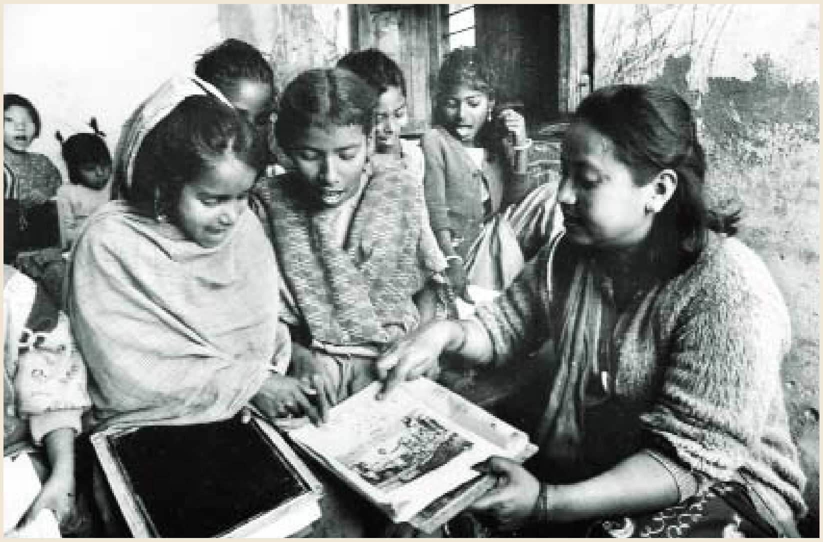

লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা কী?

লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা বলতে ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর সহিংসতা, পারিবারিক সহিংসতা, নারীর ওপর আঘাত, শিশুর যৌন অপব্যবহার ও ধর্ষণসহ মেয়ে ও নারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর প্রথা ও আচরণকে বোঝায়। যেসব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নিয়ম নারীর ওপর পুরুষকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করে সাধারণত সেগুলো থেকে লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতার উদ্ভব ঘটে।

সহিংসতার সংজ্ঞা, উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ও বিভিন্ন জরিপে ব্যবহৃত সময়ের বিভিন্নতার কারণে জিবিভিজনিত সংক্রমণতার হিসেবে বিস্ত র পার্থক্য হয়। বর্তমান হিসেবে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের শতকরা ৮ থেকে ৭০ ভাগ নারী জীবনে অন্তত একবার পুরুষ সঙ্গীর হাতে দৈহিক বা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশ নারী তাদের জীবনে বর্তমান বা পূর্বেকার সঙ্গীর হাতে দৈহিক নিপীড়নের শিকার হবে। কলঙ্ক, লজ্জা বা অন্যান্য সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কারণ নারীকে লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা প্রকাশ থেকে বিরত রাখে বলে উলে-খযোগ্য হারে এসব বিষয় আড়ালে পড়ে থেকে যাওয়ার ফলেও সংক্রমণ হারের হিসেবে তারতম্য হতে পারে।

জিবিভির মধ্যে থাকতে পারে দৈহিক, যৌন ও মানসিক অপব্যবহার, যা হতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর কোনো অন্তরঙ্গ সঙ্গী বা কোনো অচেনা ব্যক্তির দ্বারা।

- দৈহিক অপব্যবহারের ধরনে থাকতে পারে আঘাত, চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুষি বা লাথি মারা।
- যৌন অপব্যবহার/ বলপুর্বক বা বাধ্যতামুলক যৌনক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে দাম্পত্যজীবন বা প্রণয় অভিসারকালীন সম্পর্কের ভেতর ধর্ষণ, অচেনা ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণ, অবাঞ্ছিত যৌন অগ্রসরতা বা হয়রানি, জোর করে বিয়ে, যৌনবাহিত সংক্রমণ (এসটিআই) থেকে রক্ষা পেতে গর্ভরোধক বা অন্যান্য ব্যবস্থা ব্যবহারের অধিকার অস্বীকার করা, বাধ্যতামুলক গর্ভপাত, বাধ্যতামুলক পতিতাবৃত্তি ও যৌন শোষণের উদ্দেশ্যে মানুষ পাচার। শৈশবে যৌন অপব্যবহার হলো সেই অপব্যবহার যা ১৮ বছর বয়সের আগে ঘটে।
- মানসিক অপব্যবহারের মধ্যে রয়েছে কোনো লোকের মর্যাদাহানি, অবমাননা ও তাকে বশীভুত করার জন্য ভয় দেখানো।

এইচআইভি সংক্রমণের কারণ হিসেবে লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা বিশেষ করে তরুণীদের ক্ষেত্রে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এইচআইভি মহামারী ও জিবিভির মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ পরিলক্ষিত হচ্ছে

ক্রমবর্ধমানসংখ্যক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, তরুণীদের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা হয় অনেকক্ষেত্রেই, জোর করে বাধ্য করার মাধ্যমে এবং এ ধরনের বাধ্য করাকে প্রায়শই সম্পর্কের একটা স্বাভাবিক অংশ হিসেবে দেখা হয়।

লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা বলপুর্বক বা জবরদস্তিমুলক যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে একজন এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে :

- নারী- বিশেষ করে তরুণীদের-স্ত্রীদের যৌনপথের শারীরবৃত্ত পুরুষের চেয়ে এইচআইভি সংক্রমণের প্রতি সহজাতভাবেই বেশি গ্রহণশীল। পুরুষের সঙ্গে যৌনক্রিয়ার সময় পুরুষের কাছ থেকে পুরুষের চেয়ে নারীর এইচআইভি সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। আর বলপুর্বক বা আক্রমণমুলক যৌন কাজে ঘর্ষণজনিত কাটা-ছেঁড়া ঘটতে পারে, যা যোনি নিঃসৃত রসের মাধ্যমে এইচআইভির প্রবেশ সুগম করতে পারে।
- বলপুর্বক যৌনক্রিয়া কনডম ব্যবহারের মতো এইচআইভি প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে নারীর সামর্থ্যকে সীমিত করে।
  বেশ কিছু মানসিক বিষয়ও যৌন সহিংসতা ও এইচআইভি সংক্রমণে নারীর ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বয়স, মদ বা মাদকের ব্যবহার, অপব্যবহারের পুর্ব ইতিহাস, যৌন সঙ্গীর সংখ্যা, যৌন কাজে জড়িত থাকা, শিক্ষার পর্যায় ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা।
- বেশ কয়েকটি জরিপে মাদকের অপব্যবহার, এইচআইভির ঝুঁকিপুর্ণ

পুরুষ সঙ্গী থাকা, বহুসঙ্গী থাকা ও মাদক, অর্থ বা আশ্রয়ের বিনিময়ে দেহ দানসহ শৈশবকালীন যৌন অপব্যবহারের ইতিহাসকে এইচআইভির বর্ধিত ঝুঁকি গ্রহণের ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

- যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ ও জাতিগত সংখ্যালঘু নারীদের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, যাদের সঙ্গীর সংখ্যা বেশি, যারা বেকার, যাদের যৌনবাহিত সংক্রমণ বেশি, যাদের দৈহিক ও যৌন আঘাতজনিত বেশি মারাত্মক ইতিহাস রয়েছে এবং যারা কম শিক্ষিত তাদের এইচআইভি সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জরিপে দেখা গেছে যে, পুরুষ সঙ্গীদের সহিংস ও নিয়ন্ত্রণে রাখার আচরণ নারীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের বর্ধিত ঝুঁকির সঙ্গে জোরালোভাবে জড়িত। অনুরূপ অন্যান্য গবেষণামুলক জরিপেও উলে-খ করা হয়েছে যে, বহু সঙ্গী, বিনিময়মুলক যৌনক্রিয়া ও বস্তুগত অপব্যবহার নারীর মধ্যে বর্ধিত এইচআইভির ঝুঁকি বাড়ায়।
- ধর্ষণ হলো বলপুর্বক যৌনক্রিয়ার সবচেয়ে চরম রূপ যা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, উদ্বাস্তু শিবির ও সশস্ত্র সংঘাতের সময়সহ বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঘটে।
- ১৫ বছর বয়সের আগে ধর্ষণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় সাম্প্রতিক এমন এক জরিপে দেখা গেছে যে, স্কুল শিক্ষকরা শতকরা ৩২ ভাগ প্রকাশিত ঘটনায় কিশোরীদের ধর্ষণের জন্য দায়ী।
- রুয়ান্ডায় ১৯৯৪ সালে গণহত্যার সময় ধর্ষণকে এক ধরনের জাতিগত শুদ্ধি অভিযান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেখানে যে ২ লাখ ৫০ হাজার নারীকে ধর্ষণ করা হয় এবং যারা এখনো বেঁচে আছে তাদের শতকরা ৭০ ভাগ এইচআইভি সংক্রমিত।

এইচআইভি সংক্রমণের পরিণতিরূপে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা

কেবল লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার কারণেই যে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে তা নয় বরং এইচআইভি সংক্রমণের পরিণতিতেও সহিংসতা হতে পারে। এইচআইভি সংক্রমণের বিষয়টি প্রকাশের সঙ্গে যেসব ঝুঁকি জড়িয়ে আছে তার কারণে অনেক নারী তাদের রক্তমস্তুর অবস্থা জানাতে বিরত থাকে।

জরিপে দেখা গেছে যে, যেকোনো স্থানেই শতকরা ১৭ ভাগ থেকে ৮৬ ভাগ নারী পরিত্যাগ, প্রত্যাখ্যান, বৈষম্য, সহিংসতা, পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত হওয়া এবং তাদের সঙ্গী, পরিবার ও সমাজের দিক থেকে ব্যভিচারিণী বলে দোষারোপের ভয়ে তাদের অবস্থা প্রকাশ না করাকে বেছে নেয়।

- এইচআইভি রক্তমস্তুর অবস্থা প্রকাশ করার পরিণাম যাচাই করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিচালিত ১৭টি জরিপ পর্যালোচনা করে সম্প্রতি দেখা গেছে, ১০ জরিপে অবস্থা প্রকাশ করার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শতকরা ৩.৫ ভাগ থেকে শতকরা ১৪.৬ ভাগ ক্ষেত্রে নারীর ওপর সহিংসতা নেমে এসেছে।
- যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, প্রকাশ করার পর শতকরা ১৮ ভাগ এইচআইভি-ধনাত্মক নারী মৌখিক অপব্যবহার ও দৈহিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্রে আরেক জরিপে শতকরা ৪ ভাগ এইচআইভি- ধনাত্মক নারী প্রকাশ করার পর দৈহিক অপব্যবহার এবং শতকরা ৪৫ ভাগ নারী ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ার কিছুদিন পর ভাবাবেগ, দৈহিক বা যৌন অপব্যবহারের শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছে।

এইচআইভি নির্ণয়ের পর অপব্যবহারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছু ঝুঁকির বিষয় জড়িত থাকে, যার মধ্যে রয়েছে অপব্যবহারের পুর্ব ইতিহাস, মাদক ব্যবহার, আর্থ-সামাজিক নিম্ন অবস্থা, কম বয়স, নির্ণয়ের পর সময়ের দৈর্ঘ্য ও এমন একজন সঙ্গী থাকা যার এইচআইভি অবস্থা ঋণাত্মক বা অজানা।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও এইচআইভি মোকাবিলার উদ্যোগ

নারীর মধ্যে এইচআইভি মহামারীতে জিবিভির ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়লেও এর সমাধানে এখন পর্যন্ত ব্যাপক নির্দেশিত ও মূল্য নিরূপিত যেসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তার সংখ্যা খুব কম। যেসব উদ্যোগ এগিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে নারীর আত্মফলপ্রসূতা, আলোচনায় দক্ষতা ও পুরুষ থেকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন উদ্যোগ। অন্যান্য কর্মসূচির কাজ চলছে পুরুষ ও ছেলেদের নিয়ে, যেগুলোর উদ্দেশ্য হলো বহু সঙ্গী রাখা, মদ ও মাদক ব্যবহার করা, নারীর ও আধিপত্য বিস্তার করা এবং সহিংসতার মতো ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের সঙ্গে পৌরুষ জড়িয়ে পুংলিঙ্গের যেসব নিয়ম প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর সমাধান করা।

এইচআইভি সংক্রমণের ওপর এসব উদ্যোগের অভিঘাত সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।

ধর্ষণের পর এইচআইভি সংক্রমণ অর্জনের সম্ভাবনা কমানোর জন্য কোনো কোনো সমাজ যৌন নিপীড়নের পর যারা বেঁচে থাকে তাদের প্রকাশ-পরবর্তী প্রতিষেধকমূলক চিকিৎসার কর্মসূচি গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে রয়েছে নিপীড়নের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এন্টিরিট্রোভাইরাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তা কয়েক দিন চালিয়ে নেয়া। এ উদ্যোগে কাজ হচ্ছে, যদিও এখন পর্যন্ত যেসব জরিপ হয়েছে তাতে চিকিৎসা দেয়া হয়নি এমন লোকদের সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই, যার ভিত্তিতে তুলনা করা যেতে পারে।

উপসংহার

সংক্ষেপে, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, নারী ও মেয়েদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের ক্রমবর্ধমান হারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মতো বিস্তর প্রমাণ রয়েছে। নারীর মধ্যে এই মহামারীর ব্যাপকতা কমানোর জন্য এইচআইভি সংক্রমণের কারণ ও পরিণতি হিসেবে সহিংসতা বন্ধ করার মতো কার্যকর আচরণ, জৈব-চিকিৎসা ও সামাজিক উদ্যোগ গড়ে তোলা, পরীক্ষা করা ও বাস্তবায়নে আমাদের সম্পদ নিয়োজিত করতে হবে।

বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনের ব্যাপক সাফল্য অভিনন্দিত

প্রায় সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক আলোচনা, আটটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, ২৬৪টি সংস্থা আয়োজিত ৩০৮টি সমান্তরাল অনুষ্ঠান ও ৩৩টি সংবাদ সম্মেলনের পর বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্যায় গত ১৮ নভেম্বর তিউনিসে শেষ হয়েছে। সম্মেলনে সমগ্র বিশ্বের ১ লাখ ৯ হাজার অংশগ্রহণকারী যোগ দেন।

'ডিজিটাল ব্যবধানের' সমস্যা মোকাবিলা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তিউনিসে আয়োজিত শীর্ষ সম্মেলন ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে বলে ১৭৪টি দেশের জাতীয় প্রতিনিধিদল এবং জাতিসংঘ সংস্থা, বেসরকারি খাতে কোম্পানি ও সুশীল সমাজ সংগঠনগুলো অভিনন্দন জানিয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দুটি দলিল- তিউনিস অঙ্গীকার এবং তথ্য সমাজের জন্য তিউনিস এজেন্ডা অনুমোদন করেছেন।

অষ্টম ও সমাপনী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভাষণে শীর্ষ সম্মেলনের মহাসচিব ইয়োশিয়ো উতসুমি বলেছেন, আইটিইউ মিনিয়াপলিস পে-নিপটেনশিয়ারি সম্মেলনে শীর্ষ সম্মেলনের ধারণা সর্বপ্রথম গৃহীত হওয়ার পর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে এবং সাতটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। উতসুমি বলেন, 'যে দেশ এ প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল সে দেশের রাজধানী তিউনিসে আমাদের পথপরিক্রমার এ পর্যায়ের সমাপ্তি যথার্থভাবেই হয়েছে।'

বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন এমন একটি সম্মেলন যা দু'পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সম্মেলনের একটি পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে উন্নত দেশে এবং অন্যটি উন্নয়নশীল দেশে।

এই প্রক্রিয়ার ফলে ডিজিটাল ব্যবধান ঘুচানোর অতীত প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার পাশাপাশি তথ্য সমাজের সব সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

তিনি বলেন, দুটি প্রক্রিয়া জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য একটি বাস্তব পরিকল্পনা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে যা এমনসব প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করবে, যেগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। 'খুব সত্যিকারভাবে বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন হলো নতুন সুযোগ ও নতুন হাতিয়ারের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্পর্কিত। একবিংশ শতকে যেসব সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেগুলো সমাধানে এই শীর্ষ সম্মেলন বিশ্বব্যাপী সংলাপ ও সহযোগিতার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা সঠিক ব্যবস্থা নিলে তথ্য সমাজ সবার জন্য একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে পরিণত হতে পারে।'

বিশ্বব্যাপী অঙ্গীকার

শীর্ষ সম্মেলনে ১৮ হাজার ৪২২ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন ৪৬ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, যুবরাজ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৭ জন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, ১৭৪টি রাষ্ট্র ও ইউরোপীয় কমিউনিটির ৫ হাজার ৮৫৭ জন অংশগ্রহণকারী, ৯২টি আন্তর্জাতিক সংস্থার ১ হাজার ৫০৮ জন অংশগ্রহণকারী, ৬০৬টি এনজিও ও সুশীল সমাজ সংস্থার ৬ হাজার ২৪১ জন অংশগ্রহণকারী, ব্যবসাখাতের ২২৬টি প্রতিষ্ঠানের ৪ হাজার ৮১৬ জন অংশগ্রহণকারী এবং ৬৪২টি মিডিয়া সংস্থার ১ হাজার ২২২ জন অনুমোদিত সাংবাদিক, যার মধ্যে টিভি, রেডিও ও অনলাইনের ৯৭৯ জন ছিলেন সরেজমিন সাংবাদিক।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশ্বের ঐকমত্য

তিউনিস শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সেগুলো হলো ইন্টারনেট শাসন, অর্থায়ন কৌশল এবং ২০০৩ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনে প্রণীত কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ব্যবস্থা।

ইন্টারনেট শাসন

ইন্টারনেট শাসন ব্যবস্থার বিষয়ে তিউনিসে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে নতুনভাবে স্বীকৃত কয়েকটি নীতি ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার ভিত্তিতে সরকারসমূহের মধ্যে বর্ধিত সহযোগিতার প্রয়োজন স্বীকার করে নেয়া হয়েছে :

সব সরকারকে ইন্টারনেটের অব্যাহত স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও চলমানতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ইন্টারনেট শাসনে সমান ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সব সরকারের সমান দায়িত্ব থাকতে হবে,

এক দেশ আরেক দেশের কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন (ccTLD) বিষয়ক সিদ্ধান্তে জড়িত হতে পারবে না এবং জিনেরিক টপ লেভেল ডোমেইন নামের (gTLD) বিষয়ে জননীতির ক্ষেত্রে স্বার্থসংশি-ষ্টদের মধ্যে বর্ধিত সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে।

এই সহযোগিতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারনেট সম্পদের সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশি-ষ্ট জননীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য নীতিমালা প্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এ ধরনের বর্ধিত সহযোগিতার লক্ষ্যে এগিয়ে থাকার প্রক্রিয়া ২০০৬ সালের শেষ দিকে শুরু হবে।

তিউনিসে গৃহীত দলিলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো একটি নতুন ইন্টারনেট শাসন ফোরাম (আইজিএফ) গঠন, যা জননীতি ও উন্নয়ন বিষয় নিয়ে বহুপক্ষীয় স্বার্থসংশি-ষ্টদের মধ্যে সংলাপ লালন ও তা চলার সুবিধার্থে জাতিসংঘ মহাসচিব আহ্বান করবেন। বর্তমান ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত সমাধান নেই জননীতির এমন বিষয়গুলো নিয়ে এই ফোরাম আলোচনার একটা প-্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। ২০০৬ সালের প্রথমার্ধে নতুন ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। গ্রিস সরকারের আমন্ত্রণে উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হবে এথেন্সে।

আইজিএফ তথ্য ও সর্বোত্তম চর্চা বিনিময়ের পথ সুগম করবে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেটের ব্যবহার ও অপব্যবহার থেকে সৃষ্ট উৎকণ্ঠার বিষয়গুলোর সমাধান, উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিত করা ও সেগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংশি-ষ্ট সংস্থাগুলোর দৃষ্টিতে নিয়ে আসা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদানে সহায়তা করবে। এই ফোরাম আইটিইউ'র ক্ষেত্রে প্রমাণিত বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতাসহ সব স্বার্থ সংশি-ষ্টের কাছ থেকে সম্পদের সহায়তা নেবে।

আইজিএফ-এর পর্যবেক্ষণের কোনো কাজ থাকবে না এবং তা বিদ্যমান ব্যবস্থা, পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কোনো প্রতিস্থাপন করবে না। ইন্টারনেটের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও কারিগরি পরিচালনের ক্ষেত্রেও এর কোনো সংশি-ষ্টতা থাকবে না।

তিউনিসে ঐকমত্যে উপনীত নীতিমালা ও উপাদানগুলো ইন্টানেট শাসনের চলতি আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

আগামী বছরগুলোতে আঞ্চলিক ও জাতীয় ইন্টারনেট সম্পদ ব্যবস্থাপনা অব্যাহতভাবে জোরদার হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সমন্বয় রক্ষার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থ ও ইন্টারনেট সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দেশগুলোর অধিকার নিশ্চিত হবে।

অর্থায়ন ব্যবস্থা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জাতীয় উন্নয়ন কৌশলে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে জেনেভায় যে ঐকমত্য হয়েছে তা বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন দলিলে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণে আইসিটি বিস্তারণে অর্থায়ন করা মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

দলিলে ডিজিটাল সংহতি তহবিল সৃষ্টিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। এই তহবিল সব নাগরিকের জন্য মানসম্মত, সাশ্রয়ী যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরে এবং বিদ্যমান অসমতাগুলো জানিয়ে দেয়।

বিদ্যমান অর্থায়ন ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো এবং মন্টেরি ঐকমত্যের মতো বিদ্যমান আর্থিক প্রতিশ্রুতিগুলোর ভিত্তিতে উন্নয়নশীল দেশ ও তাদের উন্নয়ন সহযোগীরা যেসব ক্ষেত্রে উচ্চতর অগ্রাধিকার দিতে পারে, সেগুলোও এই তহবিল চিহ্নিত করে। এটা স্বীকৃত যে আইসিটি অবকাঠামোতে অর্থায়ন যেমন কেবল জনবিনিয়োগভিত্তিক হতে পারে না, পাশাপাশি এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে যে, এককভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ ও বাজার শক্তিগুলো আইসিটি সেবার জন্য বিশ্ববাজারে উন্নয়নশীল দেশের পূর্ণ অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তাই, অনুকূল ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের সহায়ক জাতীয় উন্নয়ন নীতির পাশাপাশি জোরালো সহযোগিতা ও সংহতিকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

জাতিসংঘের ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া, ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র ও ইয়ুথ হীব ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (YHDS) কর্তৃক যৌথভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে দুটি পৃথক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ছবিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য (বামে) ও তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ডানে) বক্তৃতা করতে দেখা যাচ্ছে

ইউনিক লাইব্রেরির নতুন সংযোজন

ইউনিক লাইব্রেরিতে বিনামুল্যে ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধা

ইউনিক লাইব্রেরির সাইবার ক্যাফে যে কোনো ব্যবহারকারী প্রতি কর্মদিবসে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এই ব্রাউজিং সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

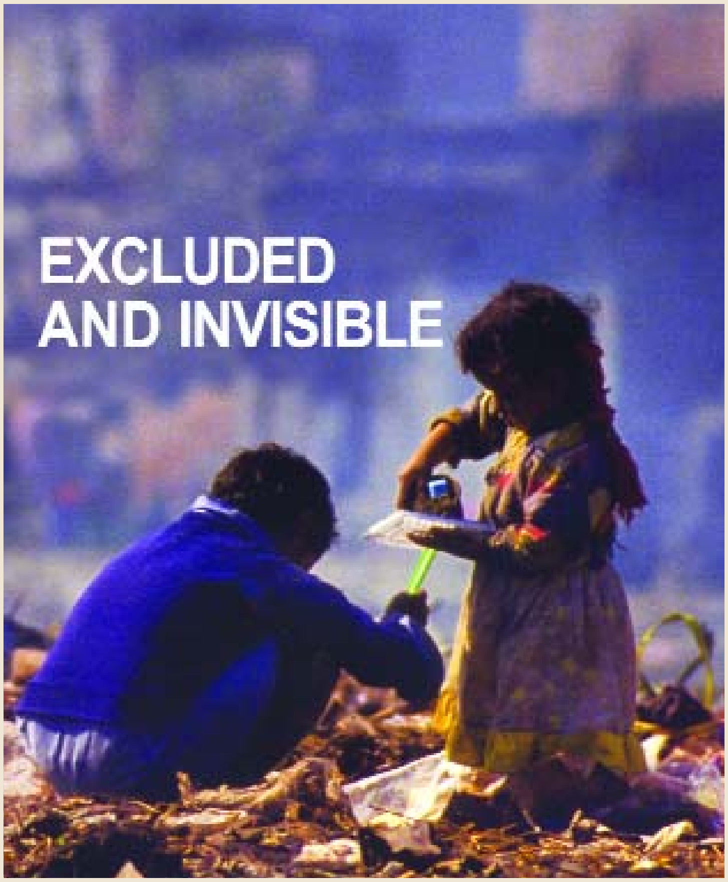

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org